যায়যায়দিন

তারিখ ... JUN. 22 2006 ...
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩ ......

শিক্ষকরা আন্দোলনে অনড়

আশ্বাস পেয়ে কমিউনিটি শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ

যাযাদি রিপোর্ট

সরকারের কঠোর মনোভাব সত্ত্বেও আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন সরকারি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকরা। স্থানীয় পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের চাপে গতকাল কিছুসংখ্যক স্কুল খুলতে বাধ্য হলেও নতুন করে আবার কিছু স্কুলের শিক্ষক ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। ওদিকে দাবি মেনে নেয়ার আশ্বাস পেয়ে গতরাতে আমরণ অনশন ভেঙেছেন কমিউনিটি প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা।

বেতন বৈষম্য দূর করার দাবিতে ডাকা লাগাতার ধর্মঘটের পঞ্চম দিনে গতকালও দেশের বেশির ভাগ প্রাইমারি স্কুল বন্ধ ছিল। চলমান পরিস্থিতিতে এতোদিন বিরোধিতা করলেও এখন সরকারপন্থী সরকারি প্রাইমারি শিক্ষকদের সংগঠনটিও ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে। ওদিকে এ দুটি শিক্ষক সমিতি আগামী সোমবার কেন্দ্রীয় [illegible] নিজ কর্মসূচি নিয়ে মুখোমুখি অবস্থা নিয়েছে।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়া প্রাইমারি শিক্ষকদের ধর্মঘট না করে ক্লাসে ফিরে যাওয়ার আহ্বা জানানোর পর প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতর জেলা ও থানা শিক্ষা অফিসারদের মাধ্যমে সারা দেশে কি পরিমাণ স্কুল ধর্মঘটে বন্ধ আছে তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ করে। ওই পরিসংখ্যানে শিক্ষা অফিসারদের মৌখিক তথ্য ও পরবর্তী সময়ে পাঠানো লিখিত তথ্যের মধ্যে স্ববিরোধিতা ও গরমিল পেয়েছে অধিদফতর। তারপরও যে তথ্য পাওয়া গেছে তাতে দেশের প্রায় বেশির ভাগ স্কুলে ধর্মঘট হচ্ছে বলে জানানো হয়েছে।

এ পরিস্থিতিতে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালক খন্দকার আসাদুজ্জামান গতকাল [illegible] প্রঃ ১৫ [illegible]

শিক্ষকরা আন্দোলনে

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

রকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির াঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠকের ফলাফল ম্পর্কে সমিতির সভাপতি মুঃ এম আউয়াল ালুকদার জানিয়েছেন, শিক্ষক নেতারা হাপরিচালককে বলেছেন, তাদের সংগঠনের দয়া আলটিমেটামের সময়ও আগামীকাল ক্রবার শেষ হয়ে আসছে। এ সময়ের মধ্যে াবি মেনে না নিলে দেশের সব শিক্ষকের ান্দোলন হয়তো একীভূত হয়ে যাবে। তিনি লেন, মহাপরিচালক ধর্মঘট সম্পর্কে জেলা ও ানা শিক্ষা কর্মকর্তাদের কাছ থেকে ধর্মঘট ম্পর্কে পাওয়া তথ্যে সন্তুষ্ট নন। এ সময় ন্দকার আসাদুজ্জামান বন্ধ স্কুল খোলার ব্যবস্থা রার জন্যও শিক্ষক নেতাদের অনুরোধ ানান। এ সময় তারা অভিযোগ করেন, কিছু ছু সরকারি কর্মকর্তা ধর্মঘটী শিক্ষকদের সকানি দিচ্ছেন।

পরদিকে ধর্মঘট আহ্বানকারী প্রাথমিক িক্ষক সমিতির সেক্রেটারি কাজী আকা জলুল হক গতকাল জানিয়েছেন, দেশের ৯৫ তাংশ প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষক এরই মধ্যে র্মঘটে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, জেলা ও ানা পর্যায়ের শিক্ষা কর্মকর্তাদের চাপে গত র দিন ধরে বন্ধ থাকা কিছুসংখ্যক স্কুল তকাল খুলে দেয়া হয়। তবে এতোদিন খোলা াকা অনেক স্কুলের শিক্ষকরা নতুন করে র্মঘটে যোগ দিয়েছেন। তিনি বলেন, বেশির াগ স্কুল বন্ধ থাকলেও চাকরি বাঁচানোর জন্য রকারি কর্মকর্তারা উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের মিথ্যা পোর্ট দিচ্ছেন। ফলে প্রধানমন্ত্রীও বিভ্রান্ত চ্ছেন।

দিকে গতকাল সন্ধ্যায় জাতীয় শহীদ মিনারে নুষ্ঠিত বাংলাদেশ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির ক জরুরি সভায় আগামী ২৪ জুন দেশে িটিআই স্কুল রয়েছে এমন জেলাগুলোতে াভাযাত্রা করার নতুন কর্মসূচি দেয়া হয়েছে। ন্যদিকে ২৪ জুন জাতীয় শহীদ মিনারে নুষ্ঠেয় কর্মসূচিকে নিয়ে এখন মুখোমুখি বস্থানে আন্দোলনরত প্রাইমারি স্কুল িক্ষকদের দুই সংগঠন। ওইদিন জাতীয় শহীদ িনারে আমরণ অনশন কর্মসূচি শুরুর ঘোষণা াগেই দিয়ে রেখেছে ধর্মঘট আহ্বানকারী জায়গায় আবার শিক্ষক প্রতিনিধি সম্মেলনের ডাক দিয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সমিতি। দু'পক্ষই যার যার অবস্থানে অনড় থেকে তাদের কর্মসূচি সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি নিয়ে চলেছে।

কমিউনিটি প্রাইমারি স্কুল

চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে গত শনিবার থেকে আমরণ অনশনরত কমিউনিটি প্রাইমারি স্কুল শিক্ষকদের দুই পক্ষের নেতাদের ডেকে নিয়ে গতকাল কথা বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিব হারিছ চৌধুরী। শিক্ষকরা জানিয়েছেন, হারিছ চৌধুরী আগামী তিন দিনের মধ্যে তাদের দাবি-দাওয়ার বিষয়ে সরকারের সঙ্গে আনুষ্ঠানিক আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন। তবে শিক্ষকরা এতে রাজি না হলে হারিছ চৌধুরী এ প্রস্তাব নিয়ে তাদের অনশনস্থলে যান। সেখানেই এ প্রস্তাব দেয়া হলে শিক্ষকরা তা মেনে নেন। পরে হারিছ চৌধুরী মুক্তাঙ্গনে জুস পান করিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভঙ্গ করান।

শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট

চাকরি জাতীয়করণের ১০ দফা দাবি পূরণ ও অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে গতকাল বুধবার শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট সারা দেশে জেলা প্রশাসকদের স্মারকলিপি দেয়। ঢাকায় স্মারকলিপি দেয়ার আগে মুক্তাঙ্গনে সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

ঢাকা মহানগর ও ঢাকা জেলা শাখা আয়োজিত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন জোটের প্রধান সমন্বয়কারী সেলিম ভূঁইয়া। বক্তব্য রাখেন জোটের আহ্বায়ক চৌধুরী মুগীসউদ্দিন মাহমুদ, যুগ্ম আহ্বায়ক শফিকুল আলম, অধ্যক্ষ সাইদুর রহমান, মোহাম্মদ আলী, কলিমুল্লাহ, মাহবুবুর রহমান মোল্লা, জাকির হোসেন, শেখ আবু সাঈদ, সাহাদাৎ হোসেন, অধ্যাপক সাইফুর রহমান, অধ্যাপক জাকারিয়া প্রমুখ। সভাপতিত্ব করেন শিক্ষক-কর্মচারী ঐক্যজোট ঢাকা মহানগরের আহ্বায়ক আব্দুল গণি।

সমাবেশে নেতারা অর্থমন্ত্রী এম সাইফুর রহমানের পদত্যাগ দাবি করেন। সমাবেশ শেষে মিছিল মুক্তাঙ্গন থেকে জিরো পয়েন্ট হয়ে শিক্ষা ভবন অভিমুখে যেতে চাইলে পুলিশ বাধা দেয়। পুলিশের বাধা অতিক্রম করে